আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিকতা ও সাংবিধানিক বিধানাবলীর সংশোধনী প্রস্তাব

মঙ্গল কুমার চাকমা
বিধায়ক চাকমা
প্রদাংশু বর্মন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

কাপেং ফাউন্ডেশন

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি

প্রেক্ষাপট, প্রাসঙ্গিকতা ও সাংবিধানিক বিধানাবলীর সংশোধনী প্রস্তাব

প্রকাশঃ
এপ্রিল ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব © কাপেং ফাউন্ডেশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

ছবিঃ মোহাম্মদ জাহেদ হাসান ও সংগ্রহ

ডিজাইন ও মুদ্রণঃ অর্ক

মূল্যঃ টাকা ২০০.০০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

১. পটভূমি

১.১ ধারণাপত্র প্রণয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য.....

১.২ ধারণাপত্র প্রণয়নের কর্মকৌশল.....

১.৩ কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ

২.১ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ.....

২.২ ভৌগোলিক অঞ্চল.....

২.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা.....

২.৪ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তালিকা.....

২.৫ ঐতিহাসিক আলোকে আদিবাসী অধিকার.....

২.৬ সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবী.....

৩. বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ

৩.১ বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী.....

৩.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ.....

৩.৩ নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ প্রত্যয়.....

৪. 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধারিক স্বীকৃতির প্রাসঙ্গিকতা

৪.১ আদিবাসী বলতে কাকে বুঝায়.....

৪.২ প্রচলিত আইনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী.....

৪.৩ সরকারী পরিপত্র ও দলিলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী.....

৪.৪ হাইকোর্টের রায়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী.....

৪.৫ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেত্রীর বাণীতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী.....

৪.৬ রাজনৈতিক দলগুলোর ইসতেহারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী.....

৫. আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা

৫.১ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি.....

৫.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার.....

৫.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা.....

৫.৩ ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার.....

৫.৪ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার.....

৫.৫ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা

৬. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী

৬.১ সংবিধান প্রণয়নকালে এম এন লারমার দাবী.....

৬.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান দাবীনামা.....

৬.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়াবলী.....

৭. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য নানা উদ্যোগ

৭.১ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগ ও প্রচারাভিযান.....

৭.২ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনসহ আদিবাসী নাগরিক সমাজের উদ্যোগ.....

৭.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবনা.....

৭.৪ আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের দাবী উত্থাপন.....
৭.৫ বৃহত্তর নাগরিক সমাজের উদ্যোগ.....
৭.৬ কাপেং ফাউন্ডেশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পলিসি এ্যাডভোকেসির উদ্যোগ

৮. সাংবিধানিক বিধানাবলীর সংশোধনী প্রস্তার

৮.১ আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির অধিকার.....
৮.২ স্বশাসন/বিশেষ শাসন/স্থানীয় সরকার/স্বায়ত্তশাসনের অধিকার.....
৮.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা.....
৮.২.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনের সুরক্ষা.....
৮.২.৩ আইনের হেফাজত.....
৮.৩ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার.....
৮.৩.১ জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ.....
৮.৩.২ স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ.....
৮.৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা.....
৮.৪ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার.....
৮.৫ সংস্কৃতি ও বহুমাত্রিকতার স্বীকৃতি.....
৮.৬ শিক্ষা, ভাষা ও মাতৃভাষায় অধিকার.....
৮.৭ স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকার.....
৮.৭.১ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আইন.....
৮.৭.২ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানাবলী.....
৮.৮ সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ.....
৮.৮.১ বিশেষ বিধান-প্রণয়ন.....
৮.৮.৩ আরক্ষামূলক ব্যবস্থা.....
৮.৯ শোষণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার.....

১. পটভূমি

সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের দীর্ঘদিনের দাবী। দেশের সংবিধানে তাদের জাতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তা এবং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমির অধিকারের স্বীকৃতিই হলো এই দাবীর মূল প্রতিপাদ্য। ১৯৭২ সালে দেশের সংবিধান রচনার সময় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের পক্ষে তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী তুলেন। কিন্তু তাঁর সেই দাবী সে সময় প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। বর্তমান সময়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসহ দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের ব্যক্তিবর্গও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি জোরেসোরে তুলে ধরছেন।

১.২ ধারণাপত্র প্রণয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, সর্বোপরি বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আলোকে বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে ধারণাপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় কাপেং ফাউন্ডেশন কর্তৃক একটি গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই ধারণাপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একটি নীতিপত্র (পলিসি পেপার) তৈরী করা এবং তাঁর ভিত্তিতে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য প্রচারাভিযান ও জনমত গঠনের উদ্যোগ নেয়া।

১.২ ধারণাপত্র প্রণয়নের কর্মকৌশল

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ধারণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই ধারণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রাথমিক তথ্য যেমন- আদিবাসীদের উপর প্রকাশিত বই, জার্নাল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ সংগ্রহ ও রিভিউ করা হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও এসব সংবিধানে আদিবাসীদের যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেসব পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্তরের আদিবাসী ও তাদের সংগঠনসমূহের এবং দেশের নাগরিক সমাজের মতামত নেয়া হয়।

বলাবাহুল্য, সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করার পর সরকারের তরফ থেকে সংবিধান সংশোধন উদ্যোগ গ্রহণ এবং তারই আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবীতে আদিবাসী ও তাদের সংগঠনসমূহের এবং দেশের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা, কর্মশালা, সমাবেশ, মানবন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচীতে উত্থাপিত আদিবাসী ও তাদের সংগঠনসমূহের মতামত এবং দেশের নাগরিক সমাজের অভিমত এই ধারণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সহজ ও সহায়ক হয়ে উঠে। এই গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয় ২০১০ সালের আগস্ট-ডিসেম্বর মাসে, তবে তা পরবর্তী ২০১১ সালের মার্চ পর্যন্ত সমসমায়িক ঘটনাবলীও এই ধারণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৩ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ধারণাপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী ধারণাগত পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে এই গবেষণা টিমকে সবেচেয় বেশী কৃতার্থ করেছেন তিনি হচ্ছেন চাকমা সার্কেল চীফ ও জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের এশিয়া অঞ্চলের সদস্য ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায়। এছাড়া পাঁচ আদিবাসী সংসদ সদস্য যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও এথিন রাখাইন মহোদয়গণের নিকট এই গবেষণা টিম চিরঋণী থাকবে। তাঁদের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে একদিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে দেশের সকল আদিবাসীদের সম্মিলিত মতামত নেয়া সম্ভব হয়েছে অন্যদিকে এই গবেষণা টিমেরও ধারণাপত্র প্রণয়নে অধিকতর সহজ হয়েছে। পাঁচ সংসদ সদস্যদের উদ্যোগে চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়ন কমিটির অন্যান্য সদস্য যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সিপ্রাডের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মানকিন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও রাখাইন ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি উসিত মং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকটও এই গবেষণা টীম ঋণী।

এছাড়া বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দেয়া মতামত ও ধারণাগত পরামর্শ আদিবাসীদের সাংবিধানিক

স্বীকৃতির প্রস্তাবাবলী প্রণয়নে অধিকতর সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এএলআরডি'র ইলিরা দেওয়ান, আদিবাসী অধিকার কর্মী মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী প্রমুখদের নানাভাবে সহায়তা পেয়েছে এ গবেষনা টীম।

পরিশেষে কাপেং ফাউন্ডেশনের সংগঠকদের ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতা ও উদ্যোগ বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগিতা এ গবেষণা-কর্মে হাত দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ

২.১ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ

বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী ছাড়াও প্রায় ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মূলজনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[১]

২.২ ভৌগোলিক অঞ্চল

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে বেশী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে। এ অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষি আদিবাসী জুম্ম জনগোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। সমতল অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (রাজশাহী-দিনাজপুর), মধ্য-উত্তর অঞ্চল (বৃহত্তর ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল), উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বৃহত্তর সিলেট), উপকূল অঞ্চল (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-পটুয়াখালী-বরগুনা) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল (বৃহত্তর বরিশাল-খুলনা-যশোর) অঞ্চলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালরাই হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। সমতল অঞ্চলের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৩০% লোক সাঁওতাল জনগোষ্ঠীভুক্ত। এর পর যথাক্রমে গারো, হাজং, কোচ, মণিপুরী, খাসি, রাখাইন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া যায়।

২.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা

১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮ যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১.০৮%। তম্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা হচ্ছে ৫,১৪,৮০৫ এবং সমতলের আদিবাসী জনসংখ্যা হচ্ছে ৬,৯১,১৭৩, যার অনুপাত যথাক্রমে ৪২.৬৭% এবং ৫৭.৩৩%। ২০০১ সালের আদমশুমারীতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে স্বতন্ত্র তথ্য না থাকায় আদিবাসী জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়নি। তবে আদিবাসীদের মতে, যথাযথভাবে আদমশুমারী না হওয়াতে আদিবাসীদের জনসংখ্যা কম দেখানো হয়েছে। তাদের মতে, সারা দেশে আদিবাসীদের জনসংখ্যা কমপক্ষে ২৫ লাখ হবে।[২]

২.৪ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তালিকা

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ৪৬টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম তালিকাভুক্ত করেছে। সেসর আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের নাম ও বসবাসরত জেলার নাম হলো-

ক্র:	আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম		উৎস	জনসংখ্যা (১৯৯১)	যে সকল জেলায় বসবাস করে
১.	আসাম (অহমিয়া)	Assam	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫	৪০০	রাঙ্গামাটি, সিলেট

[১] স্মরণিকা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি, ঢাকা, ২০০৯।

[২] আদিবাসী ও ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আই এল ও কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং-১০৭) এবং বাংলাদেশের আইনসমূহ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, রাজা দেবাশীষ রায়, PRO169, আন্তর্জাতিক শ্রম মান বিভাগ, আইএলও জেনেভা এবং আইএলও অফিস, ঢাকা

২.	উরাও	Oraon	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	৮,২১৬	দিনাজপুর, রাজশাহী, সওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
৩.	কর্মকার	Kormokar	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ
৪.	কোচ	Koch	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	১৬,৫৬৭	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোণা, গাজীপুর
৫.	কোল	Kol	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, সিলেট
৬.	ক্ষত্রিয় বর্মন	Khotrio Barman	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		দিনাজপুর, রাজশাহী, গাজীপুর
৭.	খন্ড	Khond	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		সিলেট
৮.	খাসি	Khasi	১৯৯১ সালের আদমশুমারী	১২,২৮০	মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ
৯.	খিয়াং	Khyang	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	২,৩৪৩	রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
১০.	খুমী	Khumi	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	১,২৪১	রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান
১১.	খাড়িয়া	Kharia	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০		সিলেট
১২.	গন্ড	Gond	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০		রাজশাহী, দিনাজপুর
১৩.	গারো/ মান্দি	Garo/Mandi	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	৬৪,২৮০	ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোণা, গাজীপুর, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলবীবাজার
১৪.	গোর্খা	Ghorkha	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাঙ্গামাটি
১৫.	চাক	Chak	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	২,১২৭	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
১৬.	চাকমা	Chakma	পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০	২৫২,৮৫৮	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরান, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা
১৭.	তঞ্চঙ্গ্যা	Tanchangya	আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	২১,৬৩৯	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
১৮.	তুরী	Turi	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০		রাজশাহী, দিনাজপুর
১৯.	ত্রিপুরা	Tripura	আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	৮১,০১৪	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরান, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী, চাঁদপুর, কুমিল্লা
২০.	ডালু	Dalu	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০		ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর
২১.	পাংখোয়া	Pankhua	পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮	৩,২২৭	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
২২.	পাত্র	Patro	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		সিলেট
২৩.	পাহাড়িয়া	Paharia	১৯৯১ সালের আদমশুমারী	১,৮৫৩	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
২৪.	পাহান	Pahan	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২০০৫		রাজশাহী

২৫.	বম	Bawm	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	১৩,৪৭১	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
২৬.	বড়াইক	Boraik			ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা
২৭.	বাগদী	Bagdi	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		কুষ্টিয়া, নাটোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, যশোর
২৮.	বানাই	Banai	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০		ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর
২৯.	বেদিয়া	Bedia	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		সিরাজগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ
৩০.	মণিপুরী	Monipuri	১৯৯১ সালের আদমশুমারী	২৪, ৮৮২	মৌলভীবাজার, সিলেট,হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ
৩১.	মারমা	Marma	পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০	১৫৭,৩০১	রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরান
৩২.	মালো	Malo	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		দিনাজপুর, রাজশাহী, সওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্চ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, পাবনা
৩৩.	মাহাতো	Mahato	১৯৯১ সালের আদমশুমারী	৩,৫৩৪	দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট
৩৪.	মাহালী	Mahali	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া
৩৫.	মুন্ডা	Munda	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	২,১৩২	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, সিলেটের চা বাগান
৩৬.	মুরিয়ার	Muriar	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, দিনাজপুর
৩৭.	মুসহর	Musohor	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, দিনাজপুর
৩৮.	ম্রো/মুরুং	Mro	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	২২,৩০৪	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
৩৯.	রাই	Rai	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী, দিনাজপুর
৪০.	রাখাইন	Rakhain	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫	১৬,৯৩২	কক্সবাজার, বরগুনা, পটুয়াখালী
৪১.	রাজবংশী	Rajbongsi	১৯৯১ সালের আদমশুমারী	৭,৫৫৫	ময়মনসিংহ, রাজশাহী, গাজীপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, ঢাকা, শেরপুর
৪২.	রাজুয়াড়	Rajuar	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		রাজশাহী
৪৩.	লুসাই	Lusai	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮	৬৬২	রাঙ্গামাটি ও বান্দরান
৪৪.	সাঁওতাল	Santal	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	২০২,১৬২	দিনাজপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নাটোর, ঠাকুরগাঁও, সিলেটের চা বাগান
৪৫.	সিং	Singh	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৫		পাবনা
৪৬.	হাজং	Hajong	পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০	১১,৫৪০	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, সুনামগঞ্জ

এছাড়া জাতীয় আদিবাসী পরিষদ এবং কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৫ নভেম্বর ২০১০ রাজশাহী চেম্বার অন্ড কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় নিম্নোক্ত জাতিগোষ্ঠীসমূহ স্বতন্ত্র আদিবাসী জাতি হিসেবে দাবী করা হয়-

৪৭	তেলী	Teli			রাজশাহী, নাটোর, দিনাজপুর, সিলেট, চাপাইনবাবগঞ্জ
৪৮	গোড়াৎ	Gorat			রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ
৪৯	ভূমিজ	Bhumij			রাজশাহী
৫০	চাঁই	Chai			রাজশাহী
৫১	রবিদাস	Rabidash			উত্তরবঙ্গের সবজেলায়
৫২	হাঁড়ি	Jarhi			রাজশাহী, নওগাঁ
৫৩	ভূইয়া	Bhuiyan			নওগাঁ ও অন্যান্য জেলায়
৫৪	লোহার	Lohar			নওগাঁ, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ

২.৫ ঐতিহাসিক আলোকে আদিবাসী অধিকার

২.৫.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল

প্রাক-উপনিবেশিক আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ সামন্ত রাজার অধীনে স্বাধীন ছিল। ১৭৮৭ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা জানবক্স খাঁ বৃটিশদের সাথে সম্পাদিত এক সন্ধির মাধ্যমে এই পার্বত্যাঞ্চলটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে চলে গেলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসকরা জুম্ম জনগণের স্বশাসন ব্যবস্থা তথা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮৬০ সালে জেলা আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে একটি জেলা হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন জেঁকে বসতে থাকে। তবে বৃটিশরা এ অঞ্চলটিকে প্রথমে 'পশ্চাদপদ অঞ্চল' ও পরে 'শাসন বহির্ভূত অঞ্চল' ঘোষণা করে এ অঞ্চলে বরাবরই স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা বজায় রাখে।

১৮৬০ সালের জেলা আইন প্রণয়নের এক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, ব্রিটিশ প্রণীত আইন-কানুনের অধীনে সমতল তথা উন্নত এলাকা নিয়ে গঠিত জেলাসমূহের সাথে সমান তালে দুর্গম, পশ্চাদপদ ও পার্বত্য তথা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে নিয়ে গঠিত জেলাসমূহ চলতে পারছে না। সমতল তথা উন্নত অঞ্চলে প্রচলিত আইন ও বিধানগুলো পশ্চাদপদ আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য এলাকায় কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে না ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে। সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদিবাসী জনগণ ও তাদের অধ্যুষিত অঞ্চল সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে ভিন্নতর। আদিবাসীরা এতই পশ্চাদপদ যে তাদেরকে সমতলের অধিবাসীদের সাথে একই ধরনের শাসনাধীনে নিয়ে আসলে তাদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং উন্নততর সমতল অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক প্রতারণা এবং বঞ্চনার শিকারে পরিণত হবে। তাই তাদের জন্য এমন এক পৃথক সহজ-সরল ও আরক্ষামূলক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন যা তাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্বাধীনতা দেবে এবং উন্নত প্রতিবেশিদের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্ত রাখবে।[৩]

ব্রিটিশ ভারত সরকারের উক্ত উপলব্দি থেকে ১৮৭৪ সালে ভারতীয় আইনসভা "তফসিলভূক্ত জেলা আইন ১৮৭৪" পাস করে। এ আইন বলে বিশেষ অঞ্চলগুলিকে নির্দিষ্ট করে একটি তালিকা করা হয়। উক্ত তফসিলভূক্ত জেলা আইন এর আওতায় অপরাপর বিভিন্ন জেলার সাথে পশ্চাদপদ ও সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি তফসিলভূক্ত জেলায় পরিণত করা হয়। ১৮৭৪ সালের তফসিলভূক্ত জেলা আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন তফসিলভূক্ত জেলাগুলিতে ভূমির উপর আদিবাসীদের যৌথ ও ব্যক্তি মালিকানাস্বত্বসহ বিশেষ শাসন ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়।

এরপর বৃটিশ সরকার 'চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৮৮১' প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে বিশেষ পুলিশ বাহিনী গঠন করে। সর্বশেষ ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রবর্তন করে জুম্ম জনগণের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। উক্ত শাসনবিধিতে বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। এরপরে ১৯১৯ সাল ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনগুলোতেও উক্ত শাসনবিধি পুনরায় স্বীকৃতি প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল ঘোষণা দেওয়া হয়।

[3] বাংলাদেশের আদিবাসী, সম্পাদনা ও গবেষণা- মঙ্গল কুমার চাকমা,

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা বা অঞ্চলসমূহের বিশেষ শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেশ বিভাগের পর ভারত ও পাকিস্তানে অব্যাহত রাখা হবে মর্মে বিধান অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত হয়।[৪]

পাকিস্তান আমালে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শাসন বহির্ভূত এলাকা'র মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের দ্বিতীয় সংবিধানে 'শাসন বহির্ভূত এলাকা'র পরিবর্তে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬৪ সালে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত এলাকা'র মর্যাদাও তুলে দেয়া হয়। এতে জুম্ম জনগণ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নকালে তৎকালীন গণপরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী তুলে ধরেন।[৫] কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সেই প্রাণের দাবী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

২.৫.২ সমতল অঞ্চল

সমতল অঞ্চলে বিশেষ করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে স্বাধীনচেতা আদিবাসীরা জমিদারদের কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া কর প্রদান করতে এবং জমিদারদের অধীনতা স্বীকার করতে চায়নি কখনও। ফলে জমিদারদের সাথে সাথে প্রায়ই দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম হতো আদিবাসীদের। এসবের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে যে অশান্ত, অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল তা বৃটিশ শাসকদের গারো হিলস ও এর নিকটবর্তী আদিবাসী এলাকাগুলোকে নিজেদের আয়ত্ত্বে ও নিয়ন্ত্রণে নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে আদিবাসীদের ওপর জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ ও করাদায় ক্ষমতা রহিত করে Regulation X of 1822 জারী করা হয়, যা Non-Regulation System নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে আসামের গারো হিলস অঞ্চল এবং পূর্ব বঙ্গের শেরপুর, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা এই ছয়টি অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে 'আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকা' (Partially Excluded Area) ঘোষণা করা হয়। এরূপ ঘোষণার পেছনে কারণ ছিল দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল, অনগ্রসর আদিবাসী সমাজ এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। ঘোষিত আইনটি কার্যকরী হয় ১৯৩৭ সালে। রাজনৈতিক এ ইতিহাস থেকেই এ অঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাস ও তাদের স্বতন্ত্র্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়।

উত্তরবঙ্গের শ্বাপদ-সঙ্কুল বরেন্দ্র অঞ্চলকে বা মধুপুর গড় অঞ্চলকে কর্ষণযোগ্য ও বাসযোগ্য করেছে খেতে-খাওয়া এই আদিবাসীরা। কিন্তু তাদের জায়গা-জমি, পাহাড়-বন, আবাসস্থল শক্তির জোরে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারা বর্তমানে নিজবাসভূমে পরবাসী একশ্রেণীর অসহায় মানুষে পরিণত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকে ঐতিহাসিক কারণে তাদের উপর এই বঞ্চনা ও বৈষম্য শুরু হয়েছে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে উক্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় আদিবাসীদের বিশেষ শাসনের অধিকার স্বীকার হয়নি। এমনকি সংবিধানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলো স্বীকৃতি পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (রাজশাহী-দিনাজপুর) ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (বৃহত্তর বরিশাল-খুলনা-যশোর) বসবাসকারী সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, মাহালি, মালো, পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসমূহ অস্টিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো-অস্টোলয়েড) মহাজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠী। আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাচীন যুগে বাংলা, উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ইত্যাদি জনপদে এসব জনগোষ্ঠীসমূহই আদিম অধিবাসী।

বাংলাদেশের ভূখন্ডে মানুষের প্রথম পদচারণা সম্পর্কিত প্রামাণ্য ইতিহাস আমাদের নিকট অজ্ঞাত। আদি যুগে এ অঞ্চল বন জংগলে পরিপূর্ণ ছিল। তখন বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সমুদ্র গর্ভে ছিল। বন জংগলে বসবাস করতো আদিবাসী অর্থাৎ কোচ, গারো, মুরং, হাজং, কুকি, খাসিয়া, সাঁওতাল ইত্যাদি উপজাতীয় শ্রেণীর মানুষ। আদিবাসীদের উত্তরসুরীদের অস্তিত্ব এখনও দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কোন কোন স্থানে রয়েছে। আদিবাসীরা বিভিন্ন স্থানে জংগল পরিষ্কার করে চাষাবাদ করতো। তারা জুমচাষের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন করতো আর বন জংগলে পশুপাখী শিকার করে ভক্ষণ করতো।[৬]

৩. বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

[4] আদিবাসী হিসাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী প্রসঙ্গে, গৌতম কুমার চাকমা, সংহতি ২০০৬, সম্পাদনা- সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৬।

[৫] স্মারক গ্রন্থ : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, ২০০৯।

[6] মো. আবদুল কাদের মিয়া, ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২১ নভেম্বর ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১।

৩.১ বাংলাদেশের সংবিধান ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে বাঙালি ভিন্ন অর্ধ শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। কিন্তু দেশের সংবিধান সে কথা স্বীকার করে না। বাংলাদেশের সংবিধানে এসব জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে সরাসরি কোন কিছুই উল্লেখ নেই। তবে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী"। অনুরূপভাবে ২৮(১) অনুচ্ছেদে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না" বলে বৈষম্য নিবারণ করা হয়েছে।

২৮(৪) অনুচ্ছেদে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না" মর্মে বিধান করা হয়েছে। শেষোক্ত দফায় বর্ণিত "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের" মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদিবাসী বা সরকারী ভাষায় উপজাতি জনগোষ্ঠীসমূহকেও সরকারীভাবে নির্দেশ করা হয়। অধিকন্তু সংবিধানের ২৯(২) অনুচ্ছেদের (ক) উপ-দফায় আরো বলা হয়েছে যে, "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

৩.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারেই সরকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করে তাদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এসব ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে[৭]-

- সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ৫% পদ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী প্রতিষ্ঠানসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিশেষ কার্যাদি বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে জেলার রাজস্ব কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত আদিবাসীদের জমি অআদিবাসীদের হস্তান্তর করার বাধানিষেধ রয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং উক্ত চুক্তি অনুসারে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে এবং জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ প্রণীত হয়েছে।
- তিন পার্বত্য জেলায় জেলা জজ আদালত স্থাপন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তির উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধিত হয়েছে।

৩.৩ নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ প্রত্যয়

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করে তাদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকলেও বস্তুতঃ সংবিধানের উক্ত "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি পরিপূরণ হয় না। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকার কারণে সকল ক্ষেত্রে তারা নানা উপেক্ষা ও প্রান্তিকতার শিকার হয়ে আসছে।

অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক যে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দেশের সংবিধান সংশোধন বা '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। বলাবাহুল্য, '৭২ সালের সংবিধান অনেক গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও মানবিক হলেও এতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। অপরদিকে বর্তমান সরকারের সংবিধান সংশোধনের এই মহান উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোর সাংবিধানিক স্বীকৃতি উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগ তৈরী হয়েছে। অধিকন্তু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীগুলোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান সরকারের রয়েছে।

---

[৭] বাংলাদেশের আদিবাসী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারমা ও হেলেনা বাবলি তালাং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৯ (প্রকাশের অপেক্ষায়)।

৪. 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতির প্রাসঙ্গিকতা

বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র গোড়া থেকেই এসব জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে অস্বীকার করে আসছে। এসব জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' প্রত্যয়ের পরিবর্তে 'ট্রাইব্স' বা 'উপজাতি' বা 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে যা অত্যন্ত অসম্মানজনক ও অগ্রহণযোগ্য। অথচ বৃটিশ, পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে অনেক আইনে ও সরকারী দলিলে এসব জাতিগোষ্ঠীসমূহকে আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার রয়েছে বা ব্যবহার হয়ে আসছে।

৪.১ আদিবাসী বলতে কাকে বুঝায়

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের বেলায়ও 'আদিবাস শব্দটি গ্রহণীয় বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়। নিম্নে এসব সংজ্ঞা দেয়া গেল-

৪.১.১ জোসে মার্টিনেজ কোবো'র সংজ্ঞা

জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোটিয়র জোসে মার্টিনেজ কোবো'র ১৯৮৪ সালে প্রদত্ত সংজ্ঞা- যা জাতিসংঘ 'ওয়ার্কিং ডেফিনিশন' হিসেবে গ্রহণ করেছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে-

"আদিবাসী সম্প্রদায়, জনগোষ্ঠী ও জাতি বলতে তাদেরকে বুঝায় যাদের ভূখন্ডে প্রাক-আগ্রাসন এবং প্রাক-উপনিবেশিক কাল থেকে বিকশিত সামাজিক ধারাসহ ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রয়েছে যারা নিজেদেরকে উক্ত ভূখন্ডে বা ভূখন্ডের কিয়দংশে বিদ্যমান অন্যান্য সামাজিক জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। বর্তমানে তারা সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভূক্ত এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আইনী ব্যবস্থার ভিত্তিতে জাতি হিসেবে তাদের ধারাবাহিক বিদ্যমানতার আলোকে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভূখন্ড ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ভবিষ্যত বংশধরদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মোট কথা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা বহিরাগত কর্তৃক দখল বা বসতিস্থাপনের পূর্ব থেকে নিদিষ্ট ভূখন্ডের মূল অধিবাসীর বংশধর।"[৮]

৪.১.১ আইএলও'র সংজ্ঞা

১৯৮৯ সালের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ১৬৯নং কনভেনশনে উপজাতি-আদিবাসী বলতে কাদেরকে বুঝানো হয় তা বিধৃত হয়েছে। উক্ত কনভেনশনে বলা হয়েছে যে- "স্বাধীন দেশসমূহের জাতিসমূহ- যারা এই মর্মে আদিবাসী হিসেবে পরিগণিত যে, তারা ঐ দেশটিতে কিংবা দেশটি যে ভৌগলিক ভূখন্ডে অবস্থিত সেখানে রাজ্য বিজয় কিংবা উপনিবেশ স্থাপন কিংবা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ কাল থেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বংশধর, যারা তাদের আইনসংগত মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ লালন করে চলেছে।"[৯]

৪.১.৩ বিশ্বব্যাঙ্কের সংজ্ঞা

বিশ্বব্যাঙ্কের কার্যক্রম নীতিমালায়[১০] 'আদিবাসী' শব্দটি সার্বিক অর্থে স্বতন্ত্র, ঝুঁকিগ্রস্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকে ঃ (ক) একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী সংস্কৃতির অধিকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে যারা নিজেদের মনে করে এবং অন্যরাও এই পরিচিতির স্বীকৃতি দেয়; (খ) প্রকল্প এলাকায় ভৌগলিকভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আবাসভূমি অথবা পুরুষাক্রমিকভাবে ব্যবহৃত ভূখন্ড এবং এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে যাদের যৌথ সম্পৃক্ততা রয়েছে; (গ) তাদের প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক

---

[8] "Indigenous communities, peoples and nations are those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems. In shorts, indigenous people are their descendants of their original inhabitants of a territory overcome by conquest or settlement by aliens."

[9] "Peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who, inspective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions."

[10] Operational Directive (OP) 4.10

প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের প্রধানতম সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আলাদা; এবং (ঘ) একটি আদিবাসী ভাষা রয়েছে যা সচরাচর দেশের সরকারী ভাষা বা উক্ত অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা থেকে পৃথক।

৪.১.৪ খসড়া কমিটির সংজ্ঞা

বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্যের উদ্যোগে চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত খসড়া কমিটি যে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তা হলো- "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী" বলতে সেই সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাবে, অন্যান্যের মধ্যে, যারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তি করে, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে।

৪.২ প্রচলিত আইনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

৪.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০

ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এই অঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক শাসনতান্ত্রিক ও আইনি দলিল হিসেবে স্বীকৃতি। এই শাসনবিধি এখনো চালু রয়েছে। উক্ত শাসনবিধিতে বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। উক্ত শাসনবিধির ৪, ৬, ৩৪, ৪৫, ৫০ প্রভৃতি ধারায় 'আদিবাসী পাহাড়ী'[১১] হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত শাসনবিধির তফসিলে উল্লেখিত বিভিন্ন আইনসমুহের মধ্যে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২, দি ইন্ডিয়ান ফিনান্স এ্যাক্ট ১৯৪১, দি ফরেষ্ট এ্যাক্ট ১৯৭২[১২] প্রভৃতির ক্ষেত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী' শব্দটি উল্লেখ ছিল। বিশেষতঃ দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে- "আদিবাসী পাহাড়ী ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে দি ইন্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯২২ প্রযোজ্য হবে।"[১৩]

৪.২.২ পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০

একইভাবে পাকিস্তান আমলে প্রণীত ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনেও "আদিবাসী"[১৪] শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের বিশেষ অধিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন'-এর মধ্যে উক্ত পূর্ববঙ্গ জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন সর্বাগ্রে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। তাই বলা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে পরোক্ষভাবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

৪.২.৩ অর্থ আইন ১৯৯৫

১৯৮৪ সালে আয়কর অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তফসিলের ২৭নং অনুচ্ছেদে তিন পার্বত্য জেলার পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে 'আদিবাসী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় ১৯৯৫ সালের বিএনপি সরকারের আমলে। ১৯৯৫ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত ১২নং আইনে এবং এ আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১২ জুলাই ১৯৯৫ জারিকৃত সরকারি পরিপত্রেও 'আদিবাসী পাহাড়ী' উল্লেখ করা হয়। এই আইনটির বদৌলতে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের শাসনামলেও 'আদিবাসী পাহাড়ী'-এর ক্ষেত্রে আয়কর প্রযোজ্য নয় বলে বিভিন্ন সরকারি পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪.২.৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০

বর্তমান সরকার অতি সম্প্রতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ জাতীয় সংসদে পাশ করে। উক্ত আইন প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কোন মতামত নেয়নি। আদিবাসী ও আদিবাসী বিশেষজ্ঞদের মতামত উপেক্ষা করে সরকার উক্ত আইনে একতরফাভাবে আদিবাসীদের "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" হিসেবে আখ্যায়িত করে। তবে উক্ত আইনে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" বলতে 'আদিবাসীদেরকে" বুঝানো হবে উল্লেখ করা হয়।

৪.৩ সরকারী পরিপত্র ও দলিল

---

[11] 'Indigenous Hillman'

[12] The Indian Income Tax Act of 1922, The Indian Finance Act of 1941, The Forest Act of 1972 etc

[13] "The Indian Income Tax Act of 1922 shall apply to all persons in the Chittagong Hill Tracts except the indigenous hillmen."

[14] aboriginal

প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী পরিপত্রে একটি প্রকল্প কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালায় আদিবাসী শব্দটি ব্যবহার করা হয়।[১৫] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখা কর্তৃক স্মারক নং সংস্থাপন (এডি-২)-৩৯/৯১-১৪৩ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ মূলে আইএলও'র আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী কনভেনশন কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রেও 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয় যে, ''চট্টগ্রামে পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতির জন্য চাকুরির বয়স-সীমা স্বাভাবিক বয়স-সীমার তুলনায় ১০ বৎসর এবং শ্রমসাধ্য কর্মের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হইয়াছে।''

৪.৪ হাইকোর্টের রায়ে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

এছাড়া মহামান্য হাইকোর্টের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় যেমন- সম্প্রীতি চাকমা বনাম কাষ্টমস্ কমিশনার ও অন্যান্য (৫ বিএলসি, এডি, ২০০০, ২৯) মামলায় এবং ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি আইনে ও সরকারী দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ রয়েছে।

৪.৫ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেত্রীর বাণী

গত ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় আদিবাসী সমন্বয় কমিটির প্রকাশনা 'সংহতি ২০০০'-এ প্রদত্ত বাণীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আদিবাসী' শব্দটি এবং বাংলাদেশে বিশ লাখ আদিবাসী রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একইভাবে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে 'সংহতি ২০০৩'-এ প্রদত্ত বাণীতে 'আদিবাসী' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

৪.৬ রাজনৈতিক দলগুলোর ইসতেহারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী

গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আরো আশাব্যঞ্জক বিষয় যে, বিগত নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ'-এ অঙ্গীকার করা হয়েছে যে-

> "১৮.১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মানমর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
>
> ১৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।"

এছাড়া আওয়ামীলীগের গঠনতন্ত্র ও ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচীতে সুস্পষ্টভাবে "আদিবাসী" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। মহাজোট কর্তৃক ঘোষিত ২৩ দফা কর্মসূচীতে "আদিবাসী" শব্দটি উল্লেখ ছিল। ২০০৯ সালের আদিবাসী দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আদিবাসীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন, '...আদিবাসীদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চিরায়ত জ্ঞান, নৃত্য-গীত, সাহিত্য, জীবনের মূল্যবোধ পৃথিবীর জন্য অমূল্য সম্পদ। বন ও পরিবেশ সংরক্ষণে আদিবাসীদের রয়েছে ঐতিহ্যগত জ্ঞান। ...সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র বাস্ত বায়নেও আমরা একযোগে কাজ করতে চাই।...'[১৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সরকারী বিভিন্ন আইন, পরিপত্র ও দলিলে 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করলেও সরকার এখনো পর্যন্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে চলেছে। বিশেষতঃ জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্ত র্জাতিক ফোরামে 'বাংলাদেশে আদিবাসী নেই' বলে সরকার স্ববিরোধী বিবৃতি দিয়ে আসছে। সরকারের এই বক্তব্য কোনো জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মূলতঃ আদিবাসী জনগণকে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার হীন উদ্দেশ্যেই সরকার এ নীতি গ্রহণ করে চলেছে।

---

[১৫] পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি আদিবাসী নয়, উপজাতি' শীর্ষক সংবাদ, দৈনিক আমার দেশ, ১৩ মে ২০০৬।

[16] সংহতি ২০০৯, আদিবাসী অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সম্পাদনা- সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ঢাকা, ২০০৯।

৫. আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের প্রতি বাংলাদেশের দায়বদ্ধতা

৫.১ বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি

বাংলাদেশ অধিকাংশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি ও আইন অনুস্বাক্ষর করেছে। এসব অনেক চুক্তি বা আইনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। উক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন করা বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার দেশের আইনগুলোকে সন্নিবেশকরণের দায়বদ্ধতা বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

৫.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি মোতাবেক প্রত্যেক নাগরিকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং উক্ত অধিকার বলে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুসারে "আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারবে"। এতে আরো বলা হয় যে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার উপভোগের বেলায়, তাদের আভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ে তথা স্বশাসিত কার্যাবলীর অর্থায়নের পন্থা ও উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের স্বায়ত্তশাসন বা স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র কিংবা তাদের উত্তরসূরীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং অন্যান্য গঠনমূলক ব্যবস্থাবলীর (constructive arrangement) স্বীকৃতি, প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করার অধিকার রয়েছে এবং এসব চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও গঠনমূলক ব্যবস্থাবলীর অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে।

৫.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী ভূমিকা

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের ২৭ নং অনুচ্ছেদে "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা ও উন্নয়নের জন্য, তাদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।"

আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক ১৬৯ নং কনভেনশনে "আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এমন জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ণে তাদের অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।"

বাংলাদেশ স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত জোহানাসবার্গ ঘোষণা ২০০২ অনুমোদন করেছে। উক্ত ঘোষণাপত্রে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অপরিহার্য ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে।

৫.৩ ভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রের ২৬(২) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত মালিকানা কিংবা ঐতিহ্যগত ভোগদখল, ব্যবহার, এবং একই সাথে অন্যথায় অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর তাদের মালিকানা, ব্যবহার, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

আইএলও'র ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশনে (১০৭ নং কনভেনশন) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশনের অঙ্গীভূতকরণ প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষ্য পরিহার করে আইএলও-র ১৯৮৯ সালের আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী বিষয়ক ১৬৯ নং কনভেনশনে আদিবাসীদের স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখে উন্নয়নের আরো উন্নত ও প্রগতিশীল ধারা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ এখনো উক্ত কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেনি। ১০৭ নং কনভেনশনের অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উপর ১৬৯ নং কনভেনশন বাস্তবায়নের দায় বর্তায়।

৫.৪ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ২৭ নং অনুচ্ছেদে "যেসব দেশে জাতিগত, ধর্মগত, অথবা ভাষাগত সংখ্যালঘু রয়েছে সেসব দেশে অনুরূপ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য তাদের গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে নিজেদের সংস্কৃতি উপভোগ, নিজেদের ধর্ম ব্যক্ত ও অনুশীলন অথবা নিজেদের ভাষা ব্যবহার করার অধিকার অস্বীকার করা যাবে না।"

আইএলও'র ১৯৫৭ সালের আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশনে (১০৭ নং কনভেনশন) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখার অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। আইএলও'র ১৯৮৯ সালের আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশনে (১৬৯ নং কনভেনশন) আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব প্রথা এবং ঐতিহ্য মোতাবেক তাদের আত্মপরিচয় অথবা সদস্যপদ নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। উক্ত দু'টি কনভেনশনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের নিজস্ব আদিবাসী ভাষায় অথবা তাদের জনগোষ্ঠী কর্তৃক সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পড়া ও লিখার জন্য শিক্ষাদান করার অধিকার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৫.৫ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা

কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিকে কোন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসমর্থন প্রদান করা হলে উক্ত চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলো দেশের আইনে পরিণত করা বা দেশের আইনগুলোকে উক্ত চুক্তির মানদন্ডে উন্নীত করার দায়বদ্ধতা উক্ত রাষ্ট্রের রয়েছে। উপরোক্ত দায়বদ্ধতা অনুসারে আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের নৈতিক দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে।

৬. আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী

৬.১ সংবিধান প্রণয়নকালে এম এন লারমার দাবী

তিনি সংসদের ভেতরে ও বাইরে বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও স্বায়ত্তশাসন আদায়ে সোচ্চার ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। তিনি ১৬ সদস্যের এক জুম্ম প্রতিনিধিদল নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও দেখা করেন। এছাড়া তিনি ২ নভেম্বর ১৯৭২ সংবিধান বিলে '৪৭ক' নামে নতুন অনুচ্ছেদের সংযোজনী প্রস্তাব এনে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। উক্ত সংযোজনী অনুচ্ছেদে তিনি প্রস্তাব করেন যে—

> "৪৭ক। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হইবে।"

এই প্রস্তাবের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি সেদিন গণপরিষদে ঐতিহাসিক যুক্তি তুলে ধরেন। সেসময় গণপরিষদে একমাত্র তিনিই ছিলেন নির্দলীয় ও অ-আওয়ামীলীগ সদস্য। তিনি তাঁর ঐতিহাসিক দাবি তুলে ধরেন। তিনি বলেন—

> "মাননীয় স্পিকার সাহেব, পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ (মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, খিয়াং, মুরং ও চাক—এই দশটি ছোট ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে 'পাহাড়ী' বা 'জুম্ম' জাতি বলি। ...বৃটিশ বাংলাদেশকে শাসনের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ-এ 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন'-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক—সবকিছু দেখাশুনার ভার বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেয়। ...১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে আবার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 'চিটাগং হিল ট্রাক্টস রেগুলেশন' দ্বারা পরিচালনা করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপর বৃটিশ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পুনর্বার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসন করার স্বীকৃতি প্রদান করে। তারপর পাকিস্তানের সময়ও ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত—প্রথম সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত—সেই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারাই পরিচালনা করা হয়। তারপর ১৯৫৬ সালের প্রথম সংবিধান এবং স্বৈরাচারী আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঐ রেগুলেশনের দ্বারা শাসিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।..."

কিন্তু সেদিন এম এন লারমার কোন যুক্তি বা ঐতিহাসিক ভিত্তি কোনটাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর মনে দোলা দিতে পারেনি। জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। কিন্তু দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ, সকল জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার সুনিশ্চিত করা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি সময়ের দাবীতে বর্তমানে আরো বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে।

৬.২ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বর্তমান দাবীনামা

- সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচিতি, সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।
- আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসীদের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।
- আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।
- ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসহ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে সংবিধানে সংযোজন করা।

৬.৩ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়াবলী

৬.৩.১ স্বকীয়তা ও পরিচিতিঃ সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জাতিগত (নৃতাত্ত্বিক) ও সংস্কৃতিগত পরিচিতি এবং স্বকীয়তাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

৬.৩.২ বিশেষ শাসন ব্যবস্থাঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের নিরাপত্তার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসিত আদিবাসী অঞ্চলের মর্যাদা সাংবিধানিকভাবে প্রদান করা। এলক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনসমূহকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৬.৩.৩ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদীয় আসনসমূহসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের আসন ও স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ করা।

৬.৩.৪ সম্মতি ও পরামর্শ (FPIC)ঃ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক ও আইনী রক্ষাকবচ যাতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সম্মতি ছাড়া সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদান করা।

৬.৩.৫ ভূমি অধিকারঃ আদিবাসীদের প্রথাগত অধিকারসহ ভূমি, ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

৬.৩.৬ বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান করা।

৭. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য নানা উদ্যোগ

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক পঞ্চম সংশোধনী আইনকে সংবিধান বহির্ভূত ও বেআইনী মর্মে ঘোষণার প্রেক্ষিতে সংবিধান সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে বর্তমান মহাজোট সরকার কর্তৃক সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রয়াস শুরু হয়।

১.১ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগ ও প্রচারাভিযান

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপনকালে আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি প্রাধান্য প্রদান করে। আদিবাসী ফোরামের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে এ বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কালে সংবাদ মাধ্যমসমূহ এ বিষয়টির উপর বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত ফোরামের আলোচনা সভা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের আদিবাসী মেলা এবং ইউএনডিপি-সিএইচটিএফের সহায়তায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত চিত্রপ্রদশর্নীর অনুষ্ঠানমালায় প্রদত্ত বক্তৃতায় ফোরামের সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়সহ নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ বর্তমান চলমান সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ দেশব্যাপী মানববন্ধনের আয়োজন করে। প্রায় ১৬ জেলায় ২৫টি স্থানে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে একশন-এইডের সহায়তায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের উদ্যোগে "বাংলাদেশের আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সরকার কর্তৃক গঠিত সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ কমিটির কো-চেয়ারম্যান শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। তিনি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবীর সাথে একমত পোষণ করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি যথাসাধ্য ভূমিকা রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অসমাপ্ত সংগ্রাম সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান।

১.২ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনসহ আদিবাসী নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, কাপেং ফাউন্ডেশন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটিসহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য বিভিন্নভাবে জনমত গঠন ও প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত মতবিনিময় সভায় নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী তুলে ধরেন।

আদিবাসী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত ১২ আগষ্ট ২০১০ চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে মঙ্গল কুমার চাকমা ও শক্তিপদ ত্রিপুরা প্রমুখ আদিবাসী নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক গঠিত সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ কমিটির কো-চেয়ারম্যান শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সাথে তাঁর জাতীয় সংসদ ভবনের কার্যালয়ে এক অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীনামা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর সাথে দেখা করার পরামর্শ দেন। তিনি এ বিষয়ে অব্যাহতভাবে দাবী জানানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান যাতে করে সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। এ সময় তিনি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

৭.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রস্তাবনা

গত ২৬ অক্টোবর ২০১০ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, সাংগঠনিক সাম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক থৈম্রাচিং চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল কর্তৃক জাতীয় সংসদ ভবনে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও সংসদ উপনেতা জনাব সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নিকট দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ অপরাপর কতিপয় বিষয়ের সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদল ও সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের মধ্যকার আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির পেশকৃত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে ইতিবাচক অভিমত জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য যে, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ক খসড়া প্রস্তাবাবলী গত ২৮ আগষ্ট ২০১০ জনসংহতি সমিতির সভাপতির বাসভবনে অনুষ্ঠিত সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ সমিতির সভাপতি শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে গৌতম কুমার চাকমা ও মঙ্গল কুমার চাকমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের সাথে তাঁর চাকমা রাজকার্যালয়ে দেখা করেন।

৭.৪ আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের দাবী উত্থাপন

আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা এবং উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি'র নেতৃত্বে আদিবাসী ও আদিবাসী বান্ধব ১৭ জন সাংসদের সমন্বয়ে গত ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১০ আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাস গঠন করা হয়। ককাসকে সহায়তা প্রদানের জন্য সাংসদ নয় কিন্তু আদিবাসী অধিকার নিয়ে কাজ এমন তিনজন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমান জাতীয় সংসদে অন্তত ৩০ এমপি রয়েছেন যারা এই ককাসের সদস্য।

আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের পক্ষ থেকে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে গত ২২ জুলাই ২০১০ সংসদীয় ককাসের সদস্যরা জাতীয় সংসদে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন এবং সভায় উপস্থিত ২৭ জন সংসদ সদস্য আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পক্ষে একমত পোষণ করেন। মতবিনিময় সভা শেষে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী জানান। এছাড়া গত ৩ অক্টোবর ২০১০ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে

জাতীয় সংসদ ভবনে আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের একসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য ককাস কর্তৃক লবি ও ক্যাম্পেইন চালানোর কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। উক্ত সভায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা ও সাংসদ মিজ এথিন রাখাইনকে যুগ্ম-আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

সর্বশেষ গত ২৬ নভেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রস্তাবনাসমূহ চূড়ান্ত করা হয় এবং এরপর ২৮ নভেম্বর ২০১০ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতির প্রস্তাবনাসমূহ তুলে ধরেন।

৭.৫ বৃহত্তর নাগরিক সমাজের উদ্যোগ

বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী নাগরিক সমাজের উদ্যোগে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয় জনমত গঠন এবং নীতি-নির্ধারণী মহলে লবি করার জন্য গত ৮ আগষ্ট ২০১০ এএলআরডির উদ্যোগে এএলআরডি সম্মেলন কক্ষে বাঙালি নাগরিক সমাজ ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায় আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। এসময় মঙ্গল কুমার চাকমা সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আদিবাসী অধিকার সন্নিবেশকরণের প্রস্তাবনা সম্বলিত খসড়া পেশ করেন। উক্ত সভায় আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ কমিটির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠী নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকেও একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীসহ সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ কমিটির নিকট সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চ. পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্যের উদ্যোগ

গত ২৪ জুলাই ২০১০ পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও এথিন রাখাইন মহোদয়গণ ঢাকাস্থ মি. প্রমোদ মানকিনের বাসভবনে আলোচনায় মিলিত হন। উক্ত আলোচনায় তাঁরা চলমান সংবিধান সংশোধন প্রক্রিয়ায় দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই আলোকে ৫ আগস্ট ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন ও পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদার মহোদয় সাক্ষাত করেন। উক্ত সাক্ষাৎকারে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে তুলনামূলক উদাহরণ সম্বলিত যথাযথ সংস্কারের প্রস্তাবাবলী উত্থাপিত হলে বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করেন।

এরপর গত ৭ আগস্ট ২০১০ পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারের আহবানে ও সভাপতিত্বে তাঁর ঢাকাস্থ বাসভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারসহ উল্লেখিত পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য এবং আদিবাসী নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সিপ্রাডের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মানকিন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও রাখাইন ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি উসিত মং উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে সংবিধানের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাবাবলী প্রণয়নের জন্য চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে আদিবাসী নাগরিক সমাজের উল্লেখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। পরে উক্ত কমিটিতে মঙ্গল কুমার চাকমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গত ১১ আগস্ট ২০১০ ঢাকাস্থ রাজা দেবাশীষ রায়ের বাসভবনে অনুষ্ঠিত খসড়া কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন পর্যালোচনার পর একটি খসড়া প্রস্তাবাবলী প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে ১৩ আগস্ট ২০১০ আবারো রাজা দেবাশীষ রায়ের বাসভবনে খসড়া প্রস্তাবাবলী নিয়ে মাননীয় আদিবাসী সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করা হয়। উক্ত বৈঠকে এমপি দীপঙ্কর তালুকদার, এমপি প্রমোদ মানকিন ও এমপি বীর বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। এতে তাঁদের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে খসড়াটি আরো উন্নত করা হয়। উক্ত বৈঠকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আদিবাসী নেতৃবৃন্দকে ডেকে তাদের মতামত নেয়ারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যা পরবর্তীতে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিনের সভাপতিত্বে ২৩ আগস্ট ২০১০ ঢাকাস্থ খ্রীষ্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় ৩৫ জন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন যেখানে কমিটির প্রধান রাজা দেবাশীষ রায় খসড়া প্রস্তাবাবলী তুলে ধরেন। তাদের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তীতে খসড়া প্রস্তাবাবলী আরো উন্নত করা হয়। সর্বশেষ উক্ত খসড়া প্রস্তাবাবলীর উপর পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদারের বাসভবনে উক্ত পাঁচ আদিবাসী এমপি ও খসড়া কমিটির মধ্যে চূড়ান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০ যেখানে এই খসড়া প্রস্তাবাবলী চূড়ান্ত করা হয়। রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে এই কমিটির সভা আহ্বানে ও পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন কমিটির অন্যতম সদস্য আলবার্ট মানকিন। এই খসড়া প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন কমিটির অন্যতম সদস্য মঙ্গল কুমার চাকমা এবং বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা, ইলিরা দেওয়ান, মুক্তাশ্রী চাকমা সাথী ও প্রদাংশু বর্মন।

গত ১৫ মার্চ ২০১১ পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য সংবিধান সংশোধন বিষয়ক বিশেষ সংসদীয় কমিটির নিকট উক্ত প্রস্তাবাবলী পেশ করেন। অন্যান্যের মধ্যে এ সময় বিশেষ সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, কো-চেয়ারম্যান সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, কমিটির অন্যতম সদস্য রাশেদ খান মেমন এমপি ও হাসানুল হক ইনু এমপি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভার পর জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে কমিটির কো-চেয়ারম্যান শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন- "আদিবাসী হিসেবে নয়, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদীয় কমিটি।" তিনি আরো বলেছেন, "আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবীর ক্ষেত্রে কমিটির সম্পূর্ণ ভিন্নমত রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ একটি প্রাচীন সভ্যতার দেশ। আমরা হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যের জাতি। এখানে আমাদের কোন উপনিবেশিক শাসন ছিল না। এমনকি মধ্যযুগেও না। তাই অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকায় যে অর্থে আদিবাসী বোঝায় আমাদের এখানের উপজাতিরা তেমন নয়। তাই ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকত্বের মাধ্যমেই তাদের স্বীকৃতি দেয়া হবে।"

বস্তুতঃ সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ সংসদীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের উক্ত বক্তব্য সঠিক ও যথাযথ নয় বলে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এবং আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি রাশেদ খান মেমনসহ নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানান। তারা বলেন, "আদিবাসী জাতি" বলতে আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়ায় যে অর্থে বুঝানো হয় সেই অর্থে কেবল 'প্রথম বা আদি অধিবাসীদের' বুঝায় না। সেই বৈশিষ্ট্য ছাড়াও যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিস্পত্তি করে, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে সেই অর্থে আদিবাসী হিসেবে বুঝানো হয়ে থাকে।

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী পরিচিহ্নিতকরণের আরো একটি মৌলিক বিষয় বা অধিকারকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে আদিবাসীদের আত্মপরিচয়ের অধিকার। নিজেদের পরিচয় নিজেরাই নির্ধারণ করবে এটাই ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। এখানে কোন জনগোষ্ঠীর পরিচয় কোন পক্ষ বা কোন জনগোষ্ঠী বা কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারণ দেয়ার বিষয় নয়। ইত্যাদি সঙ্গতঃ কারণেই আদিবাসীরা "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" হিসেবে নয়, "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি চায় বলে আদিবাসীরা দাবী জানিয়েছে।

৭.৬ কাপেং ফাউন্ডেশন ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পলিসি এ্যাডভোকেসির উদ্যোগ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কার্পে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পলিসি এ্যাডভোসির লক্ষ্যে "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি : প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিকতা" শীষক একটি ধারণপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্যের উদ্যোগে চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত আদিবাসী সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাবাবলী খসড়া প্রণয়ন কমিটির সদস্যসহ আদিবাসী নেতৃবৃন্দের মতামত, বিভিন্ন দেশের সংবিধান রিভিউ এবং বিভিন্ন বই-পুস্তকের তথ্য-সামগ্রী নিয়ে এই ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। কাপেং ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা মঙ্গল কুমার চাকমার নেতৃত্বে এ্যাডভোকেট বিধায়ক চাকমা ও প্রধাংশু বর্মন সমন্বয়ে গঠিত গবেষণা টীম কর্তৃক এই ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়।

এলক্ষ্যে গত ৮ আগষ্ট ২০১০ ঢাকাস্থ বিয়াম মিলনায়নে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর পার্টনার সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক মতবিনিময় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর গত ৭ অক্টোবর ২০১০ ঢাকাস্থ সিরডাপ অডিটোরিয়ামে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে দেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উক্ত ধারণাপত্র চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত ধারণাপত্র প্রকাশের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারক মহলে আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়ে জনমত গঠনের প্রয়াস চালানো হবে।

৮. সাংবিধানিক বিধানাবলীর সংশোধনী প্রস্তাব

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংহতি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নিরিখে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির বিষয়টি যারপরনাই জরুরি। আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তা, স্বশাসন বা বিশেষ শাসন, সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বোপরি সমঅধিকার ও সমমর্যাদার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সংক্রান্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূমি অধিকার সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশ করা অপরিহার্য। অন্যান্য অনেক বিধানাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ও অনুচ্ছেদগুলো বিবেচনায় যেতে পারে-

৮.১ আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির অধিকার

সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রায় অর্ধশতাধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জাতিগত ও সংস্কৃতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। এক্ষেত্রে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য সংক্রান্ত' ২৮ অনুচ্ছেদের (৪) দফার প্রথমে 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী' শব্দ সংযোজন করা এবং এই অনুচ্ছেদের অধীনে একটি নতুন তফসিল সংযোজন করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নাম সন্নিবেশিত করা; যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "২৮(৪)। নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

সংশোধনী প্রস্তাব-

> "২৮(৪)। *আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ,* নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"
>
> এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংবিধানে *নতুন তফসিল* সংযোজন করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নামের তালিকা সন্নিবেশ করা।

মালয়েশিয়া, ভারত, নেপাল, কানাডা, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ার সংবিধানের এরূপ বিধান রয়েছে। যেমন- মালয়েশিয়ার সংবিধান বলা হয়েছে যে- Article 8(5). This Article does not invalidate or prohibit – (c) any provision for the protection, wellbeing or advancement of the aboriginal peoples of the Malay Peninsula (including the reservation of land) or the reservation to aborigines of a reasonable proportion of suitable positions in the public service;

বর্তমান নবম সংসদের ক্ষমতাসীন আওয়ামীলগের পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য[১৭] কর্তৃক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি বিষয়ে নেয়া উদ্যোগের অংশ হিসেবে চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত খসড়া কমিটি[১৮] আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। উক্ত সংজ্ঞা সংবিধানে একাদশ ভাগের (বিবিধ) ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ১৫২ অনুচ্ছেদে সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নোক্তভাবে উক্ত সংজ্ঞা সংযোজন করা-

> "১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে- .....
>
> *"আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী" বলতে সেই সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাবে, অন্যান্যের মধ্যে, যারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করে, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে।"*

সংবিধানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বীকৃতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখার সাপেক্ষে নাগরিক হিসেবে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের সাথে অধিকার চর্চা ও দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবেন এবং দেশের সাংস্কৃতিক বহু মাত্রিকতা ও বহুত্ববাদের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে। এ অধিকার অন্যান্য দেশের সংবিধানে ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বীকৃত রয়েছে। যেমন-

মালয়েশিয়ার সংবিধান Article 161A.(7) The races to be treated for the purposes of the definition of "native" in Clause (6) as indigenous to Sarawak are the Bukitans, Bisayahs, Dusuns, Sea Dayaks, Land Dayaks, Kadayans, Kalabit, Kayans, Kenyags (Including Sabups and Sipengs), Kajangs (including Sekapans,. Kejamans, Lahanans, Punans, Tanjongs dan Kanowits), Lugats, Lisums, Malays, Melanos, Muruts, Penans, Sians, Tagals, Tabuns and Ukits.

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন, ১৯৫৭ (১০৭ নং কনভেনশন) বলা হয়েছে যে: 1. This Convention applies to--

---

[১৭] পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপঙ্কর তালুকদার, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান বীর বাহাদুর, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও এথিন রাখাইন প্রমুখ।

[১৮] চাকমা সার্কেল চীফ রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে খসড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য গৌতম কুমার চাকমা, সিপ্রাডের নির্বাহী পরিচালক আলবার্ট মানকিন, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, রাখাইন ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি উসিত মং এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা প্রমুখ।

(a) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries whose social and economic conditions are at a less advanced stage than the stage reached by the other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;

(b) members of tribal or semi-tribal populations in independent countries which are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonisation and which, irrespective of their legal status, live more in conformity with the social, economic and cultural institutions of that time than with the institutions of the nation to which they belong.

৮.২ স্বশাসন/বিশেষ শাসন/স্থানীয় সরকার/স্বায়ত্তশাসনের অধিকার

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে দেশের অন্যান্য নাগরিকদের মতো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে এবং উক্ত অধিকার বলে তাদের স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে। তারই আলোকে আদিবাসীদের আভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ে তথা স্বশাসিত কার্যাবলীর অর্থায়নের পন্থা ও উৎস নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদের স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে।

৮.২.১ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি ও ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা, সর্বোপরি অনগ্রসতার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে উপনিবেশিক কাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বরাবরই বিশেষ শাসিত অঞ্চল হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও সংবিধানে ২৮(৪) অনুচ্ছেদের অধীনে অনগ্রসর আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নিমিত্তে বিশেষ আইন কার্যকর রয়েছে। উক্ত বিশেষ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে সংবিধানে আরক্ষামূলক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করা প্রয়োজন। এই বিশেষ শাসনব্যবস্থার সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা অতীব জরুরী। যেমন- চতুর্থ ভাগের (নির্বাহী বিভাগ) ৩য় পরিচ্ছেদের (স্থানীয় শাসন) পর নিম্নোক্ত নতুন পরিচ্ছদ ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

প্রস্তাবিত সংযোজনী-

> **"৩ক পরিচ্ছেদ- পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসন**
>
> ***৬০ক। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল বিধায় উক্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকারের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য উক্ত অঞ্চল একটি বিশেষ শাসিত অঞ্চল হইবে।"***

ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন [অনুচ্ছেদ-১০, ধারা-১, ১৫-১৯], স্পেন, ইতালী, ফিনল্যান্ড, ভারত (৬ষ্ঠ তফসিল), নেপাল, পাকিস্তান, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া-এর সংবিধানে এরূপ বিধানাবলী রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন-

ইন্দোনেশিয়ার সংবিধান [Chapter VI Regional Authorities] Article 18(2). The regional authorities of the provinces, regencies and municipalities shall administer and manage their own affairs according to the principles of regional autonomy....

ফিলিপাইনের সংবিধান [(Local Government) Autonomous Regions] Article X Section 15. There shall be created autonomous regions in Muslim Mindanao and in the Cordilleras consisting of provinces, cities, municipalities, and geographical areas sharing common and *distinctive historical and cultural heritage, economic and social structures*, and other relevant characteristics within the framework of this Constitution and the national sovereignty as well as territorial integrity of the Republic of the Philippines.

স্পেনের সংবিধান [National Unity, Regional Autonomy] Article 2 . The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation, the common and indivisible homeland of all Spaniards, and recognizes and guarantees the right to autonomy of the nationalities and regions which make it up and the solidarity among all of them.

৮.২.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও চুক্তির অধীনে প্রণীত আইনের সুরক্ষা

উল্লেখিত বিধানের সাথে সাথে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং চুক্তি মোতাবেক প্রণীত নিম্নোক্ত আইনসহ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকেও সংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা দরকার। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্র কিংবা তাদের উত্তরসূরীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক এবং অন্যান্য চুক্তি-তুল্য আইন (গঠনমূলক ব্যবস্থাবলী) এর স্বীকৃতি, প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করার অধিকার রয়েছে এবং এসব চুক্তি, সমঝোতা স্মারক ও গঠনমূলক ব্যবস্থাবলীর অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে। তারই আলোকে 'কার্যকর আইন' হিসেবে প্রথম তফসিলে নিম্নোক্ত আইনসমূহ সংযোজন করা দরকার-

- ***পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি)***
- ***রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ৯নং আইনের সংশোধনীসহ)***
- ***খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১০নং আইনের সংশোধনীসহ)***
- ***বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১১নং আইনের সংশোধনীসহ)***
- ***পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)***

এরূপ বিধান সংবিধানে সংযোজন করা হলে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় হাই কোর্টের রায়ের মতো আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে সম্পূর্ণভাবে ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে অসাংবিধানিক বা অবৈধ মর্মে বলার অবকাশ থাকবে না।

অনুরূপভাবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের উপর সরাসরি আঘাত আসে ১৯৬৪ সালে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ৫১ নং বিধিকে পাকিস্তান সংবিধানের চলাফেরার স্বাধীনতা বিধানের পরিপন্থী মর্মে পূর্ব পাকিস্তান হাই কোর্ট রায় দেয়া হয়। তাই সাংবিধানিক সুরক্ষার জন্য উপরোক্ত আইনগুলো 'কার্যকর আইন' হিসেবে প্রথম তফসিলে নিম্নোক্ত আইনসমূহ সংযোজন করা দরকারভ অন্যান্য দেশের সংবিধানে ও আন্তর্জাতিক আইনেও এরূপ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া আছে। যেমন-

ভারতের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, Article 371G: Notwithstanding anything in this Constitution, — (a) no Act of Parliament in respect of— (i) religious or social practices of the Mizos, (ii) Mizo customary law and procedure, (iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law, (iv) ownership and transfer of land, shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides.

পাকিস্তানের সংবিধানের বলা আছে যে, [Administration of Tribal Areas] Article 247(6): The President may, at any time, by Order, direct that the whole or any part of a Tribal Area shall cease to be Tribal Area, and such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper: Provided that before making any Order under this clause, the President shall ascertain, in such manner as he considers appropriate, the views of the people of the Tribal Area concerned, as represented in tribal jirga.

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্রে উল্লেখ রয়েছে যে, Article 19: States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.

৮.২.৩ আইনের হেফাজত

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'কতিপয় আইনের হেফাজত' সংক্রান্ত ৪৭ অনুচ্ছেদের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন ও নীতিমালা সুরক্ষা প্রদান করা দরকার। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> **"৪৭।(১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসামঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ**

(ক) ....; (খ) ...; (গ) ....; (ঘ) ...; (ঙ) ...; (চ) ....;"

সংযোজনী প্রস্তাব : ৪৭।(১)(চ) দফার পর (ছ) নামে নতুন দফা সংযোজন করা-

"(ছ) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রণীত আইন ও নীতিমালা।"

৮.৩ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং প্রান্তিকতার প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে ও স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানে আসন সংরক্ষণের সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৮.৩.১ জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ

জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষণের বেলায় আদিবাসী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। বর্তমান পাঁচজন আদিবাসী সংসদ সদস্য ও রাজা দেবাশীষ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত খসড়া কমিটি আদিবাসী নারীসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছেন এবং উক্ত ১৫টি আসন জাতীয় সংসদের সাধারণ ৩০০টি আসনের অতিরিক্ত আসন হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত '৬৫(৩ক)' নামে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"৬৫।(৩ক)জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে ১৫টি (আদিবাসী মহিলা আসনসহ) আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইনানুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদিবাসী সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না"

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জাতীয় সংসদের সাধারণ আসনগুলো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছে। এছাড়া সারাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আরো ১০টি আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব করেছে এবং উক্ত ১০টি আসন জাতীয় সংসদের সাধারণ ৩০০টি আসনের অতিরিক্ত আসন হিসেবে প্রস্তাব করেছে জনসংহতি সমিতি। নিম্নোক্তভাবে উক্ত সংযোজনী প্রস্তাব প্রস্তাব করা হয়েছে-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

"৬৫(২)। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সদস্য-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।"

প্রস্তাবিত সংযোজনী : পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) 'সংসদ প্রতিষ্ঠা' সংক্রান্ত ৬৫ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত শর্তাংশ সংযোজন করা-

"তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।"

অপরদিকে সারাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আরো ১০টি আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদের পর '(৩ক)' নামে নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"৬৫।(৩ক) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য জাতীয় সংসদে দশটি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।"

দিন দিন অধিকতর সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার কারণে জাতীয় সংসদে আদিবাসী নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। যেমন- এরশাদ সরকারের আমলে একবার এবং ২০০১ সালের নির্বাচনে আরেকবার খাগড়াছড়ি আসনে অআদিবাসী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। পাকিস্তান [৫১(১এ), ৫৯(১বি) অনুচ্ছেদ], নেপাল, ভারত (৩৩০, ৩৩২ অনুচ্ছেদ), ফিলিপাইন (অনুচ্ছেদ ১১ ও ধারা ৬), ভেনেজুয়েলার সংবিধানে এরূপ বিধান রয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধান [National Assembly] Article

51(b). Eight shall be elected from Federally Administered Tribal Areas, in such manner as the President may, by order,... **ভারতের সংবিধান** Article 330(1). Seats shall be reserved in the House of the People for— (*a*) the Scheduled Castes; (*b*) the Scheduled Tribes except the Scheduled Tribes....

৮.৩.২ স্থানীয় সরকার পরিষদে আসন সংরক্ষণ

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা ও ন্যায্যতামূলক অধিকারের প্রেক্ষিতে স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানে আসন সংরক্ষণের সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ৫৯(২) অনুচ্ছেদের পর নতুন দফা সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> **৫৯। "(১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।**
>
> **(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ ....."**

প্রস্তাবিত সংযোজনী : অনুচ্ছেদ-৫৯(২)-এর শেষে নিম্নোক্ত নতুন দফা সংযোজন করা-

> *"৫৯।(৩) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।"*

৮.৩.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং প্রান্তিকতার প্রেক্ষিতে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে স্বীকৃতি স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার প্রণয়নের বিধান সংবিধানের সপ্তম ভাগের (নির্বাচন) 'প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা' সংক্রান্ত ১২১ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা অপরিহার্য। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> **"১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।"**

সংযোজনী প্রস্তাব : ১২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত শর্তাংশ সংযোজন করা-

> *"তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"*

এরূপ অধিকারের স্বীকৃতি অন্যান্য দেশের সংবিধানেও রয়েছে। যেমন- ভেনেজুয়েলার সংবিধানে বলা আছে যে, Article 125, Native peoples have the right to participate in politics. The State shall guarantee native representation in the National Assembly and the deliberating organs of federal and local entities with a native population, in accordance with law.

বলিভিয়ার সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, Article 26, Section I: Political Rights, I. All citizens have the right to participate freely in the training, exercise of political power and control, directly or through their representatives, either individually or collectively. Participation will be fair and equal for men and women.

II. The right to participation include:

4. The election, appointment and nomination of direct representatives of nations and indigenous peoples originating peasants, according to its rules and own procedures.

৮.৪ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার

ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বিজড়িত রয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও অধিকার সুনিশ্চিতকরণের জন্য সংবিধানে এরূপ বিধান থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে একাদশ ভাগের (বিবিধ) 'প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি' সংক্রান্ত ১৪৩ অনুচ্ছেদে এধরনের বিধান সংযোজন করা।

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> ১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে ঃ (ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমায় অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকানাবিহীন যে কোন সম্পত্তি।
>
> (২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।

প্রস্তাবিত সংযোজনী : ১৪৩ অনুচ্ছেদের (২) উপ-অনুচ্ছেদের পরে (৩) নামে নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

> *"১৪৩।(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"*

এছাড়া সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি) মালিকানার নীতিমালা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা সংক্রান্ত একটি দফা সংযোজন করা। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালী সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবেঃ (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা ...; (খ) সমবায় মালিকানা...; এবং (গ)ব্যক্তিগত মালিকানা...।"

সংযোজনী প্রস্তাব : ১৩(গ) এর পরে নিম্নোক্ত (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

> *"১৩।(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।"*

ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়াও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ সমষ্টিগত মালিকানা প্রথা অনুসরণ করে আসছে। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে রেকর্ডীয় বা ভোগদখলীয় কোনটাই নয় এমন ভূমি যা জুমভূমি নামে খ্যাত ও প্রথাগতভাবে সংশ্লিষ্ট মৌজা অধিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানাধীন। অর্থাৎ মৌজা এলাকায় অবস্থিত ভূমির মধ্যে ব্যক্তি নামে বন্দোবস্তকৃত বা ভোগদখলীয় ভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমিই মৌজাবাসীর।

বলিভিয়া, ভারত, কানাডা, মেক্সিকো, বলিভিয়ার সংবিধানে এরূপ বিধান রয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে উল্লেখ আছে যে- Article 18B(2). The State recognises and respects traditional communities along with their traditional customary rights as long as these remain in existence and are in accordance with the societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and shall be regulated by law.

ফিলিপাইনের সংবিধান Article-XII Section 5. The State, subject to the provisions of this Constitution and national development policies and programs, shall protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral lands to ensure their economic, social, and cultural well-being.

অনুরূপভাবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন, ১৯৫৭ (১০৭ নং কনভেনশন) উল্লেখ রয়েছে যে-

Article 11. The right of ownership, collective or individual, of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised.

Article 7(1). In defining the rights and duties of the populations concerned regard shall be had to their customary laws. (2) These populations shall be allowed to retain their own customs and institutions where these are not incompatible with the national legal system or the objectives of integration programmes.

৮.৫ সংস্কৃতি ও বহুমাত্রিকতার স্বীকৃতি

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের তাদের নিজস্ব প্রথা এবং ঐতিহ্য মোতাবেক তাদের আত্মপরিচয় অথবা সদস্যপদ নির্ধারণ এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখার অধিকার রয়েছে। তাই সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত পরিচিতি ও স্বকীয়তাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা অত্যাবশ্যক। সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) জাতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত ২৩ অনুচ্ছেদে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্রমন্ডিত সংস্কৃতির স্বীকৃতি প্রদান করা।

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"

সংশোধনী প্রস্তাব-

> "২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং *ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের* ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ *দেশের বহুমাত্রিক* সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।"
>
> অথবা
>
> ২৩ অনুচ্ছেদের পরে "২৩ক।" নামে নিম্নোক্ত নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-
>
> *"রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।"*

বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। বর্ণিত অনুচ্ছেদের প্রথমাংশে উল্লিখিত "জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের" প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির পরিপোষণ ও সমৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সাথে সাথে এর মাধ্যমে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের প্রতি সমভাবে ও বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।

নেপাল, ভারত (২৯ অনুচ্ছেদ), স্পেন, ফিনল্যান্ড, মেক্সিকো, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া এর সংবিধান এবং ICCPR-এর ২৭ অনুচ্ছেদে এরূপ বিধান রয়েছে। যেমন-

International Covenant on Civil and Political Rights-এ বলা হয়েছে যে- Article 27. In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language.

ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে বলা হয়েছে যে- Article 28I(3). The cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the development of times and civilisations.

বলিভিয়ার সংবিধান Article 3. The Bolivian nation is comprised of all the Bolivian and Bolivians, the indigenous nations and peoples originating peasants, and intercultural and Afro-Bolivian communities that together constitute the people boliviano.

৮.৬ শিক্ষা, ভাষা ও মাতৃভাষায় অধিকার

সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ৩ অনুচ্ছেদে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বাতন্ত্রমন্ডিত ভাষা স্বীকৃতি প্রদান করা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাব করা হয়েছে-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।"

সংশোধনী প্রস্তাব : উল্লেখিত ৩ অনুচ্ছেদের শেষে সংযোজন করা-

> *"তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নেও রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।"*

বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির সম্মুখীন ও সংকটাপন্ন। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রান্তিকতার প্রেক্ষিতে এবং ন্যায্যতা বিধানের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানে সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তির আলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন এবং এই পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য কার্যকরভাবে দূরীভূত করা সম্ভব নয় বলে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

নেপাল, ভারত (২৯ অনুচ্ছেদ), ফিনল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া এর সংবিধান এবং আইএলও'র ১০৭ নং কনভেনশনে এরূপ বিধান রয়েছে। যেমন-

ভেনেজুয়েলার সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে- Article 9. Spanish is the official language. The use of native languages also has official status for native peoples, and must be respected throughout the territory of the Republic, as constituting part of the cultural heritage of the Nation and humanity.

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত আইএলও'র আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী বিষয়ক ১০৭ নং কনভেনশনে উল্লেখ আছে যে- Article 23(1). Children belonging to the populations concerned shall be taught to read and write in their mother tongue or, where this is not practicable, in the language most commonly used by the group to which they belong.

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের তাদের নিজস্ব আদিবাসী ভাষায় অথবা তাদের জনগোষ্ঠী কর্তৃক সাধারণভাবে বহুল ব্যবহৃত ভাষায় পড়া ও লিখার জন্য শিক্ষাদান করার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি) 'অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা' সংক্রান্ত ১৭ অনুচ্ছেদে এ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করেছেন আদিবাসী নেতৃবৃন্দ।

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> **"১৭। রাষ্ট্র**
>
> **(ক) একই পদ্ধতি গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;**
>
> **(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;**
>
> **(গ) আইনের ধারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দুর করিবার জন্য**
>
> **কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"**

সংযোজনী প্রস্তাব : অনুচ্ছেদ ১৭(গ) এর পর নিম্নোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

> ***"(ঘ) দেশের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদনের জন্য;***
>
> ***(ঙ) রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচীতে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটাইবার জন্য"***

ভারত, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ার সংবিধানে বিধান রয়েছে। ভারতের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে- [Right of minorities to establish and administer educational institutions] Article 30(1). All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Covenant on Civil and Political Rights-**এ বলা হয়েছে যে-** Article 21. Measures shall be taken to ensure that members of the populations concerned have the opportunity to acquire education at all levels on an equal footing with the rest of the national community.

৮.৭ স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতির অধিকার

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা ও উন্নয়নের জন্য, তাদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। আদিবাসীদের সাথে পরামর্শ ও তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত কোন আইন কিংবা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী সংশোধন বা বাতিল করা না হয় তার সাংবিধানিক গ্যারান্টি থাকা দরকার। এলক্ষ্যে সংবিধানে 'আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি' সংক্রান্ত ৮০ অনুচ্ছেদ এবং 'সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা' সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদ এরূপ বিধান সংযোজন করা অত্যাবশ্যক।

৮.৭.১ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত আইন

আদিবাসীদের অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য সংবিধানের পঞ্চম ভাগের (আইনসভা) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি' সংক্রান্ত ৮০ অনুচ্ছেদে বিশেষ প্রাধিকার সংযোজন করা দরকার। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> **"৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উত্থাপিত হইবে।**

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে।"

সংযোজনী প্রস্তাব : ৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা-

"(২ক) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।

(২খ)। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।"

এ ধরনের অধিকার ভারত ও বলিভিয়ার সংবিধানে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অধীনে প্রণীত আইনে স্বীকৃতি রয়েছে। যেমন- ১৯৯৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনে উল্লেখ আছে যে- "৫৩। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের সহিত আলোচনা ইত্যাদি- (১) সরকার পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।"

অনুরূপভাবে তিন ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে উল্লেখ আছে যে- "৭৯। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।" তাই আদিবাসী অধিকার সুরক্ষায় উক্তরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক বলে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

এরূ অধিকারের স্বীকৃতি ভারতের সংবিধানে উল্লেখ আছে যে- Article 371G. Notwithstanding anything in this Constitution,— (*a*) no Act of Parliament in respect of— (*i*) religious or social practices of the Mizos, (*ii*) Mizo customary law and procedure, (*iii*) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law, (*iv*) ownership and transfer of land, shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution...

৮.৭.২ আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধানাবলী

আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক বিধানাবলী প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণের নিশ্চয়তার জন্য সংবিধানে এ ধরনের বিধান থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সংবিধানের দশম ভাগের (সংবিধান-সংশোধন) 'সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা' সংক্রান্ত ১৪২ অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদের (ই) দফার পর নতুন দফা সংযোজন করা-

"১৪২।(১)(ই) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলী সংশোধন, সংযোজন অথবা বতিলের পূর্বে দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এই উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।"

পাকিস্তান, নেপাল, কানাডা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনের সংবিধানে এরূপ বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। যেমন পাকিস্তানের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে- [Administration of Tribal Areas] Article 247(6) The President may, at any time, by Order, direct that the whole or any part of a Tribal Area shall cease to be Tribal Area, and such Order may contain such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary and proper: Provided that before making any Order under this clause, the President shall ascertain, in such manner as he considers appropriate, the views of the people of the Tribal Area concerned, as represented in tribal *jirga*.

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের মতামত ছাড়াই পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের "শাসন বহির্ভুত এলাকা" মর্যাদা এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের শেরপুর, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা এসব আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে 'আংশিক শাসন-বহির্ভূত এলাকা' মর্যাদা তুলে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় হাই কোটর রায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে যা অনভিপ্রেত ও শান্তি

প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। অনুরূপভাবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত না থাকার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মতামত ব্যতিরেকে ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল' এর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। আদিবাসীদের মতামত ব্যতীত এরূপ অধিকার হরণ রোধ করার জন্য উক্তরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকা জরুরী বলে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

৮.৮ সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ

সকল ক্ষেত্রে আদিবাসীদের প্রান্তিকতা ও বঞ্চনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সংবিধানে আদিবাসীদের উপর চলমান বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা লাভের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ সংক্রান্ত বিধান সংবিধানে সংযোজন করা অত্যাবশ্যক। এলক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

৮.৮.১ বিশেষ বিধান-প্রণয়ন

সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য' সংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদের (৪) উপ-অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে- "নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে "নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ" হিসেবে বিবেচনা করে তাদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকলেও বস্তুতঃ সংবিধানের উক্ত "নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ" প্রত্যয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাই আদিবাসীদের বিষয়ে বিশেষ বিধান প্রণয়ন ক্ষেত্রে স্পষ্টীকরণ ও ন্যায্যতামূলক অধিকারের জন্য এই উপ-অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ" শব্দটি সংযোজন করা আবশ্যক।

মালয়েশিয়া, ভারত, নেপাল, কানাডা, মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ার সংবিধানে এরূপ বিধান রয়েছে। যেমন মালয়েশিয়ার সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে- Article 8(5). This Article does not invalidate or prohibit – (c) any provision for the protection, wellbeing or advancement of the aboriginal peoples of the Malay Peninsula (including the reservation of land) or the reservation to aborigines of a reasonable proportion of suitable positions in the public service;

৮.৮.২ সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা

সরকারী কর্মে আদিবাসীদের নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা বিধানের লক্ষ্যে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা' সংক্রান্ত ২৯ অনুচ্ছেদের (৩)(ক) দফায় "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ" শব্দটি সংযোজন করা আবশ্যক। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ)...., (গ).... রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সংযোজনী প্রস্তাব-

> "(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ *ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ* যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, "

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও বিভিন্ন দেশের সংবিধানের এরূপ অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া আছে। যেমন- বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Covenant on Civil and Political Rights-এ বলা হয়েছে যে- Article 15.(1). Each Member shall, within the framework of national laws and regulations, adopt special measures to ensure the effective protection with regard to recruitment and conditions of employment of workers belonging to the populations concerned so long as they are not in a position to enjoy the protection granted by law to workers in general.

ভারতের সংবিধানের বলা হয়েছে যে- Equality of opportunity in matters of public employment. Article 16(4A). Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation [in matters of promotion, with consequential seniority, to any class] or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequately represented in the services under the State.

৮.৮.৩ আরক্ষামূলক ব্যবস্থা

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জাতিগত অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা সমুন্নত রাখা এবং বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে সাধারণভাবে নাগরিকদের অবাধ বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবিধানের তৃতীয় ভাগের (মৌলিক অধিকার) 'চলাফেরার স্বাধীনতা' সংক্রান্ত ৩৬ অনুচ্ছেদে "জনস্বার্থে" শব্দের পরে "এবং দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা ও নিরাপত্তার স্বার্থে" শব্দসমূহ সংযোজন করা জরুরী। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"

সংযোজনী প্রস্তাব-

> "জনস্বার্থে *অথবা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে* আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"

আদিবাসীদের জন্য আরক্ষামূলক শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন যা তাদেরকে তাদের ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখতে স্বাধীনতা দেবে। যদি আরক্ষামূলক সংবিধিব্যবস্থা না থাকে তাহলে আদিবাসীরা তাদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলবে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দ্বারা প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক প্রতারণা এবং বঞ্চনার শিকারে পরিণত হবে। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে বহিরাগত কোন ব্যক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতিস্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

ভারত, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ার সংবিধানে এ ধরনের বিধানাবলী রয়েছে। যেমন ভারতের সংবিধান *[Protection of certain rights regarding freedom of movement, etc.]* Article 19(5). Nothing in [sub-clauses (*d*) and (*e*)] of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe.

৮.৯ শোষণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার

আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ যদিও দেশের নাগরিক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যথার্থ নাগরিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বসবাস করতে পারে না। তারা অনেকটা নিজ ভূমিতে পরবাসী জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর এই বহু শতাব্দীর বঞ্চনা ও নিপীড়নের ইতিহাস এবং তাদের উপেক্ষিত অবস্থানের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য দেশের অপরাপর নাগরিকদের সাথে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের শোষণ হতে মুক্তির জন্য সাংবিধানিকভাবে বিধান থাকা আবশ্যক। এলক্ষ্যে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' সংক্রান্ত ১৪ অনুচ্ছেদে 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ' শব্দাবলী সংযোজন করা দরকার। যেমন-

সংবিধানের বর্তমান বিধান-

> "১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

সংযোজনী প্রস্তাব-

> "১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক, শ্রমিক ও *আদিবাসীদিগকে* এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

নেপাল, বলিভিয়া, মেক্সিকো এর সংবিধানে এধরনের বিধানাবলী রয়েছে। যেমন নেপালের অন্তর্বর্তী সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে- Article 10. The State shall pursue a policy which will help to promote the interest of the marginalized communities and the peasants and labourers living below poverty line, including economically and socially backward indigenous tribes, Madhesis, Dalits, by making reservation for a certain period of time with regard to education, health, housing, food sovereignty and employment.

==========

তথ্যপুঞ্জী :

১. Inclusion of Indigenous Peoples' Rights in the New Constitution of Nepal, Raja Devasish Roy and John B. Henriksen, 11 February 2010

২. Implementation of the Right of Self-Determination of Indigenous Peoples Within Framework of Human Security, John B. Henriksen

৩. Relevant Constitutional Provisions in Other Countries and Safeguards on Indigenous Peoples' Rights in Other Laws, Raja Devasish Roy and John B. Henriksen, 11 February 2010

৪. বাংলাদেশের আদিবাসী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, জেমস্ ওয়ার্ড খকশী, পল্লব চাকমা, মংসিংঞো মারমা ও হেলেনা বাবলি তালাং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, ২০০৯ (প্রকাশের অপেক্ষায়)।

৫. স্মারক গ্রন্থ : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জীবন ও সংগ্রাম, সম্পাদনা- মঙ্গল কুমার চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশন, ২০০৯।

৬. বাংলাদেশের উপজাতি, সুগত চাকমা, প্রকাশক- বাংলা একাডেমী।

৭. সংশোধিত পাঁচদফা দাবীনামার উপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বক্তব্য এবং তৎপ্রেক্ষিতে সমিতির মতামত (প্রত্যুত্তর), পৃষ্ঠা-২২/২৩, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, ১৯৯৫।

৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চিঠি আদিবাসী নয়, উপজাতি' শীর্ষক সংবাদ, দৈনিক আমার দেশ, ১৩ মে ২০০৬।

৯. সংহতি-২০০০, সংহতি-২০০১, সংহতি-২০০২, সংহতি-২০০৩, সংহতি-২০০৪, সংহতি-২০০৫, সংহতি-২০০৬, সংহতি-২০০৭, সংহতি-২০০৮, সংহতি-২০০৯, সম্পাদনা- সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।

১০. আদিবাসী ও ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আই এল ও কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং-১০৭) এবং বাংলাদেশের আইনসমূহ: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা, রাজা দেবাশীষ রায়, PRO169, আন্তর্জাতিক শ্রম মান বিভাগ, আইএলও জেনেভা এবং আইএলও অফিস, ঢাকা (প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন)।

১১. 'The Chakma Tribe of Chittagong Hill Tracts in the 18th century: Journal of Royal Asiatic Society, No- 1, 1984' by Dr. A.M. Serajuddin and 'Chakma Resistance to British Domination' by Dr, Sunity Bhushan Kanungo

১২. Indigenous Peoples' Human Rights Report in Asia 2008, Bangladesh-Burma-Lao, Towards Social Justice and Sustainable Peace, Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) Foundation, Chiang Mai, Thailand

১৩. Indigenous Peoples' Human Rights Report in Bangladesh, 2007-2008, Kapaeeng Foundation, Dhaka, July 2009

১৪. স্মরণিকা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি, ঢাকা, ২০০৯।

১৫. মো. আবদুল কাদের মিয়া, ভূমি জরিপ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২১ নভেম্বর ১৯৯৫,